স্থানঃ টাংগাইল
ইনভেস্টমেন্ট এর শেষ সময়ঃ ৫ সেপ্টেম্বর,২০২২২
পুকুরের সাইজঃ ৫০ শতাংশ

আমাদের বাংলাদেশ কৃষিতে অপার সম্ভাবনাময়। সারাবিশ্বে চলছে বিভিন্ন রকম মহামারী, যুদ্ধ, ও নানারকম সংকট। কাজেই সামনে খাদ্য সংকট বাড়বে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেইসাথে দেশের মুদ্রাস্ফীতি কিংবা অর্থনৈতিক মন্দা সময়ে কৃষির উপর নির্ভর করেই দেশ এগিয়ে যাবে। আর দেশের কৃষি অর্থনীতির উন্নায়নে সবচেয়ে বড় ভুমিকা পালন করে আমাদের দেশের প্রান্তিক কৃষকেরা কিন্তু সময়মতো পর্যাপ্ত অর্থ এবং পরামর্শ সহায়তার অভাবে তাদের গতানুগতিক চাষবাসে জীবনযাত্রার মানে তেমন কোন পরির্তন ঘটে না। আমরা ফার্মনেট লিমিটেড দেশের প্রান্তিক কৃষক এবং খামারীদের সাথে পার্টনারশিপ গিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ করে তাদের খামার এবং চাষাবাদের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের জন্য অর্থের যোগান ,পরামর্শ, ইনসুরেন্স এবং বাজারে তাদের উৎপাদিত নিরাপদ খাদ্য পন্য সরাসরিভাবে ভোক্তাদের কাছে পৌছে দিতে কাজ করে যাচ্ছি। যেখানে আপনি আমাদের মাধ্যমে সরাসরিভাবে কৃষকদের বিনিয়োগ করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন সেইসাথে আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে হালালভাবে প্রফিট শেয়ার নিশ্চিত করতে পারবেন।
কেননা আপনার কষ্টের টাকা ব্যাংকে ফেলে না রেখে আমাদের মাধমে সরাসরি কৃষককে ইনভেস্ট করতে পারেন, এবং পেতে পারেন চমৎকার হালাল লভ্যাংশ। যেটা ভেরিফাই করবে একজন উপজেলা মৎস্য সম্পদ বিভাগের সহকারী কর্মকতা সহ আমাদের অভিজ্ঞ টিম। আপনার শহুরে জীবনযাপন থেকে রিয়েললাইফ ফার্মিংয়ের এক্সপেরিয়েন্স দিতেই কাজ করে যাচ্ছি আমরা যেখানে আপনি আপনার ফার্মিংয়ের প্রত্যকটা ধাপ ট্রেস করতে পারবেন।

আমাদের ফার্মের লোকেশন

টাংগাইল জেলার কৃষক ও আমাদের সদস্যের টিম নিয়ে প্রফিট শেয়ারিং পদ্ধতিতে মাছ চাষবাদ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। যেখানে আমরা সবসময়ই প্রাধান্য দিচ্ছি কৃষক কে যাতে কৃষক তার পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্যায়ন পায় ।

আমাদের অভিজ্ঞ কৃষক এবং খামারী সিলেকশন এ আমরা যা বিবেচনা করেছিঃ

অভিজ্ঞতা- যারা ইতিপূর্বেও প্রায় ৫ বছর মাছ চাষ করেছে। এবং মানসম্মত পুকুর আছে যেখানে সারাবছর মাছ চাষ করা যায়।

কি কি মাছ চাষ হবে?

এখানে পাঙ্গাশ মাছের সাথে সকল প্রকারে বাংলামাছ সেই সাথে তেলাপিয়া, শিং এবং মাগুর চাষ করা হবে যাতে করে প্রজেক্টের প্রফিটাবিলিটি নিশ্চিত হয় সহজযায়।

ইনভেস্টমেন্ট এর টাকা কিভাবে ব্যবহার হবেঃ

ইনভেস্টমেন্ট এর টাকা দিয়ে আমরা একজন প্রান্তিক মৎস্য চাষীকে তার পুকুরের জন্য সকল প্রকার মাছের পোনা,সময়মতো খাদ্য,ঔষধ,পুকুর প্রস্তুতি সহ সকল প্রকার সাপোর্ট প্রদান করবো এই ৬ মাসে। উপজেলা মৎস্য সম্পদ অধিদফতরের একজন দক্ষ এক্সটেনশন অফিসারের সহযোগীতায় এবং আমাদের ফার্মনেটের টিম মেম্বারের একজন সবসময় গাইড করবেন সেই কৃষকে যাতে করে আমরা আমাদের কৃষকে জিতিয়ে দিতে পারি সর্বোচ্চ প্রফিট অর্জন করানোর মাধ্যমে এবং আমাদের বিনিয়োগকারী নিশ্চিত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

ফাইন্যান্সিয়াল এনালাইসিসঃ

খরচের বিবরন	টাকা	মন্তব্য
মাছের পোনা কেনা বাবদ	২৫৭৫০০/-	৮ হাজার পাঙ্গাস, ১৫ হাজার বাটা,১৫ হাজার শিং, ১ হাজার মাগুরমাছ এবং তেলাপিয়া সহ অনন্যা বাংলামাছ ৯০০ পিচ।
খাবার, চিকিৎসা,চুন,সার ও আনুষঙ্গিক খরচ	৬৮৮০০০/-	ছয় মাসে মোট খরচ
আনুমানিক বিক্রয় মুল্য	১১৫০০০০/- থেকে ১২৫০০০/-	
নেট প্রফিট	২১৭০০০/- থেকে ৩১৭০০০/-	প্রকল্প মেয়াদঃ ছয় মাস
নেট প্রফিট (ইনভেস্টর)	৮%	ছয় মাস/ বারো মাস ১২০০/২৪০০

পেমেন্ট পলিসিঃ
সর্বনিম্ন ১টা শেয়ার কিনতে পারবেন । ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করতে হবে। এগ্রিমেন্ট পেপার ১ মাসের মধ্যে পৌঁছে যাবে ইনভেস্টরের ঠিকানায়।

রিটার্ন পলিসিঃ কোন ইনভেস্টমেন্ট ম্যাচিউর হবার আগেই বাতিল করতে হলে ন্যূনতম এক মাস আগে আমাদের জানাতে হবে।

ইনভেস্টমেন্ট ম্যাচিউর হওয়ার পুর্বে রিফান্ড ক্লেইম করলে শুধুমাত্র মূল টাকা ফেরত পাওয়া যাবে।

ইনভেস্টমেন্ট ম্যাচুরিটি ও প্রফিট ডিসবারসমেন্টঃ

এই ইনভেস্টমেন্ট এর সময়কাল হবে ছয় মাস। এক বছরে মোট দুইটি সিজন। ইনভেস্টমেন্ট ম্যাচুরিটি পাবার পর প্রকল্পের প্রফিট ও মুল টাকা প্রদান করা হবে।

খামার ভিসিটঃ যে কোন সময় ইনভেস্টকৃত খামার ভিসিট করতে চাইলে আমাদেরকে জানালে আমরা ভিসিটের ব্যবস্থা করে দিব।